سورة القمر
সূরা ক্বামার

মক্কায় অবতীর্ণ, ৫৫ আয়াত, ৩ রুকূ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ ۝ وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا

سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ ۝ وَكَذَّبُوْا وَاتَّبَعُوْٓا اَهْوَآءَهُمْ وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ ۝

وَلَقَدْ جَآءَهُمْ مِّنَ الْاَنْۢبَآءِ مَا فِيْهِ مُزْدَجَرٌ ۝ حِكْمَةٌۢ بَالِغَةٌ

فَمَا تُغْنِ النُّذُرُ ۝ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ ۘ يَوْمَ يَدْعُ الدَّاعِ اِلٰى شَيْءٍ نُّكُرٍ ۝

خُشَّعًا اَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُوْنَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَاَنَّهُمْ جَرَادٌ مُّنْتَشِرٌ ۝

مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ ۭ يَقُوْلُ الْكٰفِرُوْنَ هٰذَا يَوْمٌ عَسِرٌ ۝

পরম করুণাময় ও দয়ালু আল্লাহ্‌র নামে

(১) কিয়ামত আসন্ন, চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। (২) তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে, এটা তো চিরাগত যাদু। (৩) তারা মিথ্যারোপ করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে। প্রত্যেক কাজ যথাসময়ে স্থিরীকৃত হয়। (৪) তাদের কাছে এমন সংবাদ এসে গেছে, যাতে সাবধানবাণী রয়েছে। (৫) এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান তবে সতর্ককারিগণ তাদের কোন উপকারে আসে না। (৬) অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। যেদিন আহ্‌বানকারী আহ্‌বান করবে এক অপ্রিয় পরিনামের দিকে, (৭) তারা তখন অবনমিত নেত্রে কবর থেকে বের হবে বিক্ষিপ্ত পংগপাল সদৃশ। (৮) তারা আহ্‌বানকারীর দিকে দৌড়তে থাকবে। কাফিররা বলবে ঃ এটা কঠিন দিন।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কাফিরদের জন্য উচ্চস্তরের সতর্ককারী বিষয় বিদ্যমান রয়েছে। সেমতে) কিয়ামত আসন্ন, (যাতে মিথ্যারোপ করার কারণে বড় বিপদ হবে এবং কিয়ামত নিটবর্তী

হওয়ার আলামতও বাস্তব রূপ লাভ করেছে। সেমতে) চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে।] এর মাধ্যমে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সত্যতা প্রমাণিত হয়। কেননা, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া রসূলুল্লাহ্ (সা)-র একটি মো'জেযা। এতে তাঁর নবুয়ত প্রমাণিত হয়। নবীর প্রত্যেকটি কথা সত্য। তাই তিনি যে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার সংবাদ দিয়েছেন, সেটাও সত্য হওয়া জরুরী। এভাবে সতর্ককারী বিদ্যমান হয়ে গেছে। এতে তাদের প্রভাবান্বিত হওয়া উচিত ছিল ; কিন্তু তাদের অবস্থা এই যে] তারা যদি কোন নিদর্শন দেখে, তবে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং বলে ঃ এটা যাদু, যা এক্ষণি খতম হয়ে যাবে। (অর্থাৎ এটা বাতিল। কারণ, বাতিলের প্রভাব বেশীক্ষণ স্থায়ী হয় না; যেমন আল্লাহ্ বলেনঃ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ

---উদ্দেশ্য এই যে, কিয়ামতের নৈকট্য থেকে উপদেশ লাভ করা নবুয়তে বিশ্বাসী হওয়ার উপর নির্ভরশীল। তারা এর দলীলের প্রতিই লক্ষ্য করে না এবং একে বাতিল মনে করে। এমতাবস্থায় তাদের উপর এর কি প্রভাব পড়তে পারে ? এ ব্যাপারে) তারা (বাতিলে দৃঢ়-বিশ্বাসী হয়ে সত্যের প্রতি) মিথ্যারোপ করছে এবং নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করছে। (অর্থাৎ তারা কোন বিশুদ্ধ দলীলের ভিত্তিতে নয় ; বরং খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে এবং সত্যের প্রতি মিথ্যারোপ করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তারা মো'জেযাকে যাদু বলে, যার প্রভাব দ্রুত বিলীন হয়ে যায়। অতএব নিয়ম এই যে) প্রত্যেক বিষয় (কিছুদিন পর আসল অবস্থায় এসে) স্থিরীকৃত হয়ে যায়। (অর্থাৎ কারণ, ও লক্ষণাদি দ্বারা সত্য যে সত্য এবং মিথ্যা যে মিথ্যা তা সাধারণত নির্দিষ্ট হয়ে যায়। বাস্তবে তো এখন সত্য নির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট, কিন্তু স্বল্পবুদ্ধিদের এখন তা বুঝে না আসলে কিছুদিন পরও বুঝে আসতে পারে। চিন্তা-ভাবনা করলে কিছুদিন পর তোমরাও জানতে পারবে যে, এটা ধ্বংসশীল যাদু, না অক্ষয় সত্য ? উল্লিখিত সতর্ককারী ছাড়াও) তাদের কাছে (অতীত উম্মতদের) এমন সংবাদ এসে গেছে, যাতে (যথেষ্ট) সাবধানবাণী রয়েছে। এটা পরিপূর্ণ জ্ঞান, তবে (তাদের অবস্থা এই যে) সতর্কবাণীসমূহ তাদের কোন উপকারে আসে না। অতএব আপনি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিন। (যখন কিয়ামত ও আযাবের সময় এসে যাবে, তখন আপনা-আপনি জানা যাবে। অর্থাৎ) যেদিন একজন আহ্বানকারী ফেরেশতা এক অপ্রিয় পরিণামের দিকে আহ্বান করবে, তখন তাদের নেত্র (অপমান ও ভয়ের কারণে) অবনমিত হবে (এবং) কবর থেকে বিক্ষিপ্ত পংগপালের ন্যায় বের হবে। তারা (বের হয়ে) আহ্বানকারীর দিকে ছুটতে থাকবে। (সেখানকার কঠোরতা দেখে) কাফিররা বলবে ঃ এই দিন বড় কঠোর।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

পূর্ববর্তী সূরা নজম أَزِفَتِ الْآزِفَةُ বলে সমাপ্ত করা হয়েছে, যাতে কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার কথা উল্লেখ রয়েছে। আলোচ্য সূরাকে এই বিষয়বস্তু দ্বারাই অর্থাৎ اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ বলেই শুরু করা হয়েছে। এরপর কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার

একটি দলীল চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জেযা আলোচিত হয়েছে। কেননা, কিয়ামতের বিপুল সংখ্যক আলামতের মধ্যে সর্ববৃহৎ আলামত হচ্ছে খোদ শেষ নবী মুহাম্মদ (সা)-এর নবুয়ত। এক হাদীসে তিনি বলেনঃ আমার আগমন ও কিয়ামত হাতের দুই অঙ্গুলির ন্যায় অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। আরও কতিপয় হাদীসে এই নৈকট্যের বিষয়বস্তু বর্ণিত হয়েছে। এমনিভাবে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র মো'জেযা হিসাবে চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে আলাদা হয়ে যাওয়াও কিয়ামতের একটি বড় আলামত। এছাড়া এ মো'জেযাটি আরও এক দিক দিয়ে কিয়ামতের আলামত। তা এই যে, চন্দ্র যেমন আল্লাহ্‌র কুদরতে দুই খণ্ডে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, তেমনিভাবে কিয়ামতে সমগ্র গ্রহ-উপগ্রহের খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়া কোন অসম্ভব ব্যাপার নয়।

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জেযাঃ মক্কার কাফিররা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে তাঁর রিসালতের স্বপক্ষে কোন নিদর্শন চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর সত্যতার প্রমাণ হিসাবে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার মো'জেযা প্রকাশ করেন। এই মো'জেযার প্রমাণ কোরআন পাকের

وَانْشَقَّ الْقَمَرُ আয়াতে আছে এবং অনেক সহীহ্ হাদীসেও আছে। এসব হাদীস সাহাবায়ে কিরামের একটি বিরাট দলের রেওয়ায়েতক্রমে বর্ণিত আছে। তাঁদের মধ্যে রয়েছেন হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ, আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর ও জুবায়ের ইবনে মুতইম, ইবনে আব্বাস, আনাস ইবনে মালেক (রা) প্রমুখ। হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ একথাও বর্ণনা করেন যে, তিনি তখন অকুস্থলে উপস্থিত ছিলেন এবং মো'জেযা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছেন। ইমাম তাহাভী (র) ও ইবনে কাসীর এই মো'জেযা সম্পর্কিত সকল রেওয়ায়েতকে 'মুতাওয়াতির' বলেছেন। তাই এই মো'জেযার বাস্তবতা অকাট্যরূপে প্রমাণিত।

ঘটনার সার-সংক্ষেপ এই যে, রসূলুল্লাহ্ (সা) মক্কার মিনা নামক স্থানে উপস্থিত ছিলেন। তখন মুশরিকরা তাঁর কাছে নবুয়তের নিদর্শন চাইল। তখন ছিল চন্দ্রোজ্জ্বল রাত্রি। আল্লাহ্ তা'আলা এই সুস্পষ্ট অলৌকিক ঘটনা দেখিয়ে দিলেন যে, চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে এক খণ্ড পূর্বদিকে ও অপর খণ্ড পশ্চিমদিকে চলে গেল এবং উভয় খণ্ডের মাঝখানে পাহাড় অন্তরাল হয়ে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) উপস্থিত সবাইকে বললেনঃ দেখ এবং সাক্ষ্য দাও। সবাই যখন পরিষ্কাররূপে এই মো'জেযা দেখে নিল, তখন চন্দ্রের উভয় খণ্ড পুনরায় একত্রিত হয়ে গেল। কোন চক্ষুষ্মান ব্যক্তির পক্ষে এই সুস্পষ্ট মো'জেযা অস্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না, কিন্তু মুশরিকরা বলতে লাগলঃ মুহাম্মদ সারা বিশ্বের মানুষকে যাদু করতে পারবে না। অতএব, বিভিন্ন স্থান থেকে আগত লোকদের অপেক্ষা কর। তারা কি বলে শুনে নাও। এরপর বিভিন্ন স্থান থেকে আগন্তুক মুশরিকদেরকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ করল। তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করল।

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, মক্কায় এই মো'জেযা দুইবার সংঘটিত হয়। কিন্তু সহীহ্ রেওয়ায়েতসমূহে একবারেরই প্রমাণ পাওয়া যায়। ---(বয়ানুল-কোরআন) এ সম্পর্কিত কয়েকটি রেওয়ায়েত ইবনে কাসীর থেকে নিম্নে উদ্ধৃত করা হলঃ

হযরত আনাস ইবনে মালেক (রা) বর্ণনা করেনঃ

ان اهل مكة سالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يريهم اية فاراهم القمر شقين حتى راوا حراء بينهما -

মক্কাবাসীরা রসূলুল্লাহ্ (সা)-র কাছে নবুয়তের কোন নিদর্শন দেখতে চাইলে আল্লাহ্ তা'আলা চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখিয়ে দিলেন। তারা হেরা পর্বতকে উভয় খণ্ডের মাঝখানে দেখতে পেল।---(বুখারী, মুসলিম)

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বর্ণনা করেন ঃ

انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقين حتى نظروا اليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا

রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে গেল। সবাই এই ঘটনা অবলোকন করল এবং রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ তোমরা সাক্ষ্য দাও।

ইবনে জরীর (রা)-ও নিজ সনদে এই হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। তাতে আরও উল্লিখিত আছে ঃ

كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى فانشق القمر فاخذت فرقة خلف الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا

আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন, আমি মিনায় রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে ছিলাম। হঠাৎ চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল এবং এক খণ্ড পাহাড়ের পশ্চাতে চলে গেল। রসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ সাক্ষ্য দাও, সাক্ষ্য দাও।

আবু দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েতে আবদুল্লাহ্ ইবনে মসউদ (রা) বলেন ঃ

انشق القمر بمكة حتى صار فرقتين فقال كفار قريش اهل مكة هذا سحر سحركم به ابن ابى كبشة انظروا السفار فان كانوا راوا ما رايتم فقد صدق - وان كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به فسئل السفار قال وقدموا من كل جهة فقالوا رأينا -

মক্কায় (অবস্থানকালে) চন্দ্র বিদীর্ণ হয়ে দুই খণ্ড হয়ে যায়। কোরায়েশ কাফিররা বলতে থাকে, এটা যাদু, মুহাম্মদ তোমাদেরকে যাদু করেছে। অতএব, তোমরা বহির্দেশ থেকে আগমনকারী মুসাফিরদের অপেক্ষা কর। যদি তারাও চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখে থাকে, তবে মুহাম্মদের দাবী সত্য। পক্ষান্তরে তারা এরূপ দেখে না থাকলে এটা যাদু ব্যতীত কিছু নয়। এরপর বহির্দেশ থেকে আগত মুসাফিরদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করায় তারা সবাই চন্দ্রকে দ্বিখণ্ডিত অবস্থায় দেখেছে বলে স্বীকার করে।---(ইবনে কাসীর)

চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার ঘটনা সম্পর্কে কয়েকটি প্রশ্ন ও জওয়াব ঃ গ্রীক দর্শনের নীতি এই যে, আকাশ ও গ্রহ-উপগ্রহের পক্ষে বিদীর্ণ হওয়া ও সংযুক্ত হওয়া সম্ভবপর নয়। সুতরাং এই নীতির ভিত্তিতে চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব। জওয়াব এই যে, দার্শনিকদের

এই নীতি নিছক একটি দাবী মাত্র। এর পক্ষে যত প্রমাণ পেশ করা হয়েছে, সবগুলো অসার ও ভিত্তিহীন। আজ পর্যন্ত কোন যুক্তিভিত্তিক প্রমাণ দ্বারা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়া অসম্ভব বলে প্রমাণ করা যায়নি। তবে অজ্ঞ জনসাধারণ প্রত্যেক সুকঠিন বিষয়কে অসম্ভব বলে ধারণা করে থাকে। বলা বাহুল্য, মো'জেযা বলাই হয় এমন কাজকে, যা সাধারণ অভ্যাস বিরুদ্ধ ও সাধারণের সাধ্যাতীত এবং বিস্ময়কর হয়ে থাকে। সচরাচর ঘটে এরূপ মামুলী ঘটনাকে কেউ মো'জেযা বলবে না।

দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, এরূপ বিরাট ঘটনা ঘটে থাকলে বিশ্বের ইতিহাসে তা স্থান পেত। কিন্তু এখানে চিন্তার বিষয় এই যে, ঘটনাটি মক্কায় রাত্রিকালে ঘটেছিল। তখন বিশ্বের অনেক দেশে দিন ছিল। সুতরাং সেসব দেশে এই ঘটনা দেখার প্রশ্নই উঠে না। কোন কোন দেশে অর্ধ রাত্রি এবং কোন কোন দেশে শেষ রাত্রি ছিল। তখন সাধারণত সবাই নিদ্রামগ্ন থাকে। যারা জাগ্রত থাকে, তারাও তো সর্বক্ষণ চন্দ্রের দিকে তাকিয়ে থাকে না। চন্দ্র দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেলে তার আলো করশ্মিতে তেমন কোন প্রভেদ হয় না যে, এই প্রভেদ দেখে মানুষ চন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হবে। এছাড়া এটা ছিল স্বল্পক্ষণের ঘটনা। আজকাল দেখা যায় যে, কোন দেশে চন্দ্রগ্রহণ হলে পূর্বেই পত্র-পত্রিকা ও বেতারযন্ত্রের মাধ্যমে ঘোষণা করে দেওয়া হয়। এতদসত্ত্বেও হাজারো লাখো মানুষ চন্দ্রগ্রহণের কোন খবর রাখে না। তারা টেরই পায় না। জিজ্ঞাসা করি, এটা কি চন্দ্রগ্রহণ আদৌ না হওয়ার প্রমাণ হতে পারে? অতএব, পৃথিবীর সাধারণ ইতিহাসে উল্লিখিত না হওয়ার কারণে এই ঘটনাকে মিথ্যা বলা যায় না।

এতদ্ব্যতীত ভারতের সুপ্রসিদ্ধ ও নির্ভরযোগ্য 'তারীখে-ফেরেশতা' গ্রন্থে এই ঘটনা উল্লিখিত হয়েছে। মালাবারের জনৈক মহারাজা এই ঘটনা স্বচক্ষে দেখেছিলেন এবং তাঁর রোজ-নামচায় তা লিপিবদ্ধও করেছিলেন। এই ঘটনাই তাঁর ইসলাম গ্রহণের কারণ হয়েছিল। উপরে আবূ দাউদ ও বায়হাকীর রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মক্কার মুশরিকরা বহিরাগত লোকদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করলে তারাও ঘটনা প্রত্যক্ষ করার কথা স্বীকার করে।

وَاِنْ يَّرَوْا اٰيَةً يُّعْرِضُوْا وَيَقُوْلُوْا سِحْرٌ مُّسْتَمِرٌّ — مستمر শব্দের প্রচলিত অর্থ দীর্ঘস্থায়ী। কিন্তু আরবী ভাষায় কোন সময়ে مر - ও ستمر । চলে যাওয়া ও নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার অর্থেও আসে। তফসীরবিদ মুজাহিদ ও কাতাদাহ (র) এ স্থলে এই অর্থই নিয়েছেন। আয়াতের অর্থ এই যে, এটা স্বল্পক্ষণস্থায়ী যাদুর প্রতিক্রিয়া, যা আপনা আপনি নিঃশেষ হয়ে যাবে। مستمر শব্দের এক অর্থ শক্ত ও কঠোর হয়। আবুল আলীয়া ও যাহ্হাক (রা) এই তফসীরই করেছেন। অর্থাৎ এটা বড় শক্ত যাদু।

মক্কাবাসীরা যখন চাক্ষুষ দেখাকে মিথ্যা বলতে পারল না, তখন যাদু ও শক্ত যাদু বলে নিজেদেরকে প্রবোধ দিল।

وَكُلُّ اَمْرٍ مُّسْتَقِرٌّ — اِسْتَقَرَّ-এর শাব্দিক অর্থ স্থির হওয়া। অর্থ এই যে, প্রত্যেক কাজ চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে পরিষ্কার হয়ে যায়। সত্যের উপর যে জালিয়াতির পর্দা ফেলে রাখা হয়, তা পরিণামে উন্মুক্ত হয়েই যায় এবং সত্য সত্যরূপে এবং মিথ্যা মিথ্যারূপে প্রতিভাত হয়ে যায়।

مُّهْطِعِيْنَ اِلَى الدَّاعِ -এর শাব্দিক অর্থ মাথা তোলা, আয়াতের অর্থ এই যে, আহ্বানকারীর প্রতি তাকিয়ে হাশরের ময়দানের দিকে ছুটতে থাকবে। আগের আয়াতে দৃষ্টি অবনমিত থাকার কথা বলা হয়েছে। উভয় বক্তব্যের মিল এভাবে যে, হাশরে বিভিন্ন স্থান হবে। কোন কোন স্থানে মস্তক অবনমিতও থাকবে।

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْحٍ فَكَذَّبُوْا عَبْدَنَا وَقَالُوْا مَجْنُوْنٌ وَّازْدُجِرَ ﴿٩﴾

فَدَعَا رَبَّهٗۤ اَنِّىْ مَغْلُوْبٌ فَانْتَصِرْ ﴿١٠﴾ فَفَتَحْنَاۤ اَبْوَابَ السَّمَآءِ بِمَآءٍ

مُّنْهَمِرٍ ﴿١١﴾ وَّفَجَّرْنَا الْاَرْضَ عُيُوْنًا فَالْتَقَى الْمَآءُ عَلٰۤى اَمْرٍ قَدْ قُدِرَ ﴿١٢﴾

وَحَمَلْنٰهُ عَلٰى ذَاتِ اَلْوَاحٍ وَّدُسُرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِىْ بِاَعْيُنِنَا جَزَآءً لِّمَنْ كَانَ كُفِرَ ﴿١٤﴾

وَلَقَدْ تَّرَكْنٰهَاۤ اٰيَةً فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٥﴾ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ ﴿١٦﴾

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ﴿١٧﴾

---

(৯) তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করেছিল। তারা মিথ্যারোপ করেছিল আমার বান্দা নূহের প্রতি এবং বলেছিলঃ এ তো উন্মাদ। তারা তাকে হুমকি প্রদর্শন করেছিল। (১০) অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে ডেকে বললঃ আমি অক্ষম, অতএব তুমি প্রতিবিধান কর। (১১) তখন আমি খুলে দিলাম আকাশের দ্বার প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে। (১২) এবং ভূমি থেকে প্রবাহিত করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে। (১৩) আমি নূহকে আরোহণ করালাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে, (১৪) যা চলত আমার দৃষ্টির সামনে। এটা তার পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। (১৫) আমি একে এক নিদর্শনরূপে রেখে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? (১৬) কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (১৭) আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি বোঝার জন্য। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি?

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

তাদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়ও মিথ্যারোপ করেছিল (অর্থাৎ তারা নূহের প্রতি মিথ্যা-রোপ করেছিল এবং) বলেছিল ঃ এ তো উন্মাদ! (তারা কেবল একথা বলেই ক্ষান্ত হয়নি ; বরং একটি অনর্থক কাজও করেছিল, অর্থাৎ) তারা নূহ (আ)-কে হুমকি প্রদর্শন করেছিল। (সূরা শোয়ারায় এর উল্লেখ আছে ঃ لَئِنْ لَّمْ تَنْتَهِ يَا نُوحُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ)-অতঃপর সে তার পালনকর্তাকে ডেকে বলল ঃ আমি অপারক, (আমি এদের মুকাবিলা করতে পারি না) অতএব আপনিই (তাদের) প্রতিশোধ গ্রহণ করুন। (অর্থাৎ তাদেরকে ধ্বংস করে দিন, যেমন অন্য আয়াতে আছে ঃ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا-) অতঃপর আমি প্রবল বারিবর্ষণের মাধ্যমে তাদের উপর আকাশের দ্বার খুলে দিলাম এবং ভূমি থেকে জারি করলাম প্রস্রবণ। অতঃপর (আকাশ ও যমীনের) সব পানি মিলিত হল এক পরিকল্পিত কাজে (অর্থাৎ কাফিরদের ধ্বংস সাধনে। উভয় পানি মিলিত হয়ে প্লাবন বৃদ্ধি করল এবং তাতে সবাই নিমজ্জিত হল)। আমি নূহ (আ)-কে (প্লাবন থেকে বাঁচানোর জন্য) আরোহণ করালাম এক কাষ্ঠ ও পেরেক নির্মিত জলযানে, যা আমারই তত্ত্বাবধানে (পানির উপর) ভেসে চলত। (মু'মিনগণও তার সাথে ছিল)। এটাই তাঁর পক্ষ থেকে প্রতিশোধ ছিল, যাঁকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। [অর্থাৎ নূহ (আ)। রসূল ও আল্লাহ্‌র অধিকার ওতপ্রোতভাবে জড়িত। তাই এতে কুফরও দাখিল আছে। অতএব কুফরের কারণে নিমজ্জিত করা হয়নি—এরূপ সন্দেহ করার অবকাশ রইল না]। আমি এই ঘটনাকে শিক্ষার জন্য (কাহিনী ও কিংবদন্তীতে) রেখে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? (দেখ) আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী কেমন কঠোর ছিল। আমি (এমন এমন কাহিনী সম্বলিত) কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। (সাধারণত সবার জন্য, কারণ এর বর্ণনাভঙ্গি সুস্পষ্ট এবং বিশেষত আরবদের জন্য, কারণ এটা আরবী ভাষায়)। অতএব (কোরআনে এসব উপদেশের বিষয়-বস্তু দেখে) কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? (অর্থাৎ এসব কাহিনী দেখে বিশেষভাবে কাফিরদের সতর্ক হওয়া উচিত)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

مَجْنُونٌ وَّازْدُجِرَ — وَازْدُجِرَ এর শাব্দিক অর্থ হুমকি প্রদর্শন করা হল। উদ্দেশ্য এই যে, তারা নূহ (আ)-কে পাগলও বলল এবং তাঁকে হুমকি প্রদর্শন করে রিসালতের কর্তব্য পালন থেকে বিরতও রাখতে চাইল। অন্য এক আয়াতে আছে যে, তারা নূহ (আ)-কে

হুমকি প্রদর্শন করে বলল ঃ যদি আপনি প্রচার ও দাওয়াতের কাজ থেকে বিরত না হন, তবে আমরা আপনাকে প্রস্তর বর্ষণ করে মেরে ফেলব।

আবদ ইবনে হুমায়েদ (র) মুজাহিদ (র) থেকে বর্ণনা করেন, নূহ (আ)-র সম্প্রদায়ের কিছু লোক তাঁকে পথেঘাটে কোথাও পেলে গলা টিপে ধরত। ফলে তিনি বেহুঁশ হয়ে যেতেন। এরপর হুঁশ ফিরে এলে তিনি আল্লাহ্র দরবারে দোয়া করতেন ঃ আল্লাহ্, আমার সম্প্রদায়কে ক্ষমা করুন। তারা অজ্ঞ। সাড়ে নয়শ বছর পর্যন্ত সম্প্রদায়ের এহেন নির্যাতনের জওয়াব দোয়ার মাধ্যমে দিয়ে অবশেষে নিরুপায় হয়ে তিনি বদদোয়া করেন, যার ফলে সমগ্র জাতি মহাপ্লাবনে নিমজ্জিত হয়।

فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ — অর্থাৎ ভূমি থেকে স্ফীত পানি এবং আকাশ থেকে বর্ষিত পানি এভাবে পরস্পরে মিলিত হয়ে গেল যে, সমগ্র জাতিকে ডুবিয়ে মারার যে পরিকল্পনা আল্লাহ্ তা'আলা করেছিলেন, তা বাস্তবায়িত হয়ে গেল। ফলে পাহাড়ের চূড়ায়ও কেউ আশ্রয় পেল না।

ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ — الواح শব্দটি لوح-এর বহুবচন। অর্থ কাঠের তক্তা। دسر শব্দটি دسار এর বহুবচন। অর্থ পেরেক, কীলক, যার সাহায্যে তক্তাকে সংযুক্ত করা হয়। উদ্দেশ্য নৌকা।

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ — ذكر এর অর্থ দ্বিবিধ ঃ এক. মুখস্থ করা এবং দুই. উপদেশ ও শিক্ষা অর্জন করা। এখানে উভয় অর্থ বোঝানো যেতে পারে। আল্লাহ্ তা'আলা কোরআনকে মুখস্থ করার জন্য সহজ করে দিয়েছেন। ইতিপূর্বে অন্য কোন ঐশী গ্রন্থ এরূপ ছিল না। তওরাত, ইঞ্জীল ও যবুর মানুষের মুখস্থ ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকে সহজীকরণের ফলশ্রুতিতেই কচি কচি বালক-বালিকারাও সমগ্র কোরআন মুখস্থ করে ফেলতে সক্ষম হয় এবং তাতে একটি যের-যবরের পার্থক্য হয় না। চৌদ্দশ বছর ধরে প্রতি স্তরে প্রতি ভূখণ্ডে হাজারো লাখো হাফেযের বুকে আল্লাহ্র কিতাব কোরআন সংরক্ষিত আছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে।

এ ছাড়া কোরআন পাক তার উপদেশ ও শিক্ষার বিষয়বস্তুকে খুবই সহজ করে বর্ণনা করেছে। ফলে বড় বড় আলিম, বিশেষজ্ঞ ও দার্শনিক যেমন এর দ্বারা উপকৃত হয়, তেমনি গণ্ডমূর্খ ব্যক্তিরাও এর শিক্ষা ও উপদেশমূলক বিষয়বস্তু দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়।

ইজতিহাদ তথা বিধানাবলী চয়ন করার জন্য কোরআনকে সহজ করা হয়নি ঃ আলোচ্য আয়াতে يسرنا এর সাথে للذكر সংযুক্ত করে আরও বলা হয়েছে যে, মুখস্থ করা ও উপদেশ গ্রহণ করার সীমা পর্যন্ত কোরআনকে সহজ করা হয়েছে। ফলে প্রত্যেক

আলিম ও জাহিল, ছোট ও বড়---সমভাবে এর দ্বারা উপকৃত হতে পারে। এতে জরুরী হয় না যে, কোরআন পাক থেকে বিধানাবলী চয়ন করাও তেমনি সহজ হবে। বলা বাহুল্য, এটা একটা স্বতন্ত্র ও কঠিন শাস্ত্র। যেসব প্রগাঢ় জ্ঞানী আলিম এই শাস্ত্রের গবেষণায় জীবনপাত করেন, কেবল তারাই এই শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে পারেন। এটা প্রত্যেকের বিচরণক্ষেত্র নয়।

কোন কোন মুসলমান উপরোক্ত আয়াতকে সম্বল করে কোরআনের মূলনীতি ও ধারাসমূহ পূর্ণরূপে আয়ত্ত না করেই মুজতাহিদ হতে চায় এবং বিধানাবলী চয়ন করতে চায়। উপরোক্ত বক্তব্য দ্বারা তাদের ভ্রান্তি ফুটে উঠেছে। বলা বাহুল্য, এটা পরিষ্কার পথভ্রষ্টতা।

كَذَّبَتْ عَادٌ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿١٨﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا
صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُّسْتَمِرٍّ ﴿١٩﴾ تَنزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُّنقَعِرٍ ﴿٢٠﴾
فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٢١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ
مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٢٢﴾ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ ﴿٢٣﴾ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِّنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ
إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ ﴿٢٤﴾ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِن بَيْنِنَا بَلْ هُوَ
كَذَّابٌ أَشِرٌ ﴿٢٥﴾ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَّنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ﴿٢٦﴾ إِنَّا مُرْسِلُوا
النَّاقَةِ فِتْنَةً لَّهُمْ فَارْتَقِبْهُمْ وَاصْطَبِرْ ﴿٢٧﴾ وَنَبِّئْهُمْ أَنَّ الْمَاءَ قِسْمَةٌ
بَيْنَهُمْ ۚ كُلُّ شِرْبٍ مُّحْتَضَرٌ ﴿٢٨﴾ فَنَادَوْا صَاحِبَهُمْ فَتَعَاطَىٰ فَعَقَرَ ﴿٢٩﴾ فَكَيْفَ
كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ ﴿٣٠﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَاحِدَةً فَكَانُوا
كَهَشِيمِ الْمُحْتَظِرِ ﴿٣١﴾ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٣٢﴾
كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ ﴿٣٣﴾ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا إِلَّا آلَ لُوطٍ
نَّجَّيْنَاهُم بِسَحَرٍ ﴿٣٤﴾ نِّعْمَةً مِّنْ عِندِنَا ۚ كَذَٰلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ ﴿٣٥﴾
وَلَقَدْ أَنذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ ﴿٣٦﴾ وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَن ضَيْفِهِ

فَطَمَسْنَآ أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِى وَنُذُرِ ۝ وَلَقَدْ صَبَّحَهُم بُكْرَةً

عَذَابٌ مُّسْتَقِرٌّ ۝ فَذُوقُوا عَذَابِى وَنُذُرِ ۝ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ

لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ۝ وَلَقَدْ جَآءَ اٰلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ ۝

كَذَّبُوا بِاٰيٰتِنَا كُلِّهَا فَأَخَذْنٰهُمْ أَخْذَ عَزِيزٍ مُّقْتَدِرٍ ۝

(১৮) 'আদ সম্প্রদায় মিথ্যারোপ করেছিল, অতঃপর কেমন কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! (১৯) আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম ঝঞ্ঝা-বায়ু এক চিরা-চরিত অশুভ দিনে। (২০) তা মানুষকে উৎখাত করছিল, যেন তারা উৎপাটিত খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ড। (২১) অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (২২) আমি কোরআনকে বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? (২৩) সামূদ সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। (২৪) তারা বলেছিল ঃ আমরা কি আমাদেরই একজনের অনুসরণ করব? তবে তো আমরা বিপথগামী ও বিকার-গ্রস্তরূপে গণ্য হব। (২৫) আমাদের মধ্যে কি তারই প্রতি উপদেশ নাযিল করা হয়েছে? বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (২৬) এখন আগামীকল্যই তারা জানতে পারবে কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (২৭) আমি তাদের পরীক্ষার জন্য এক উষ্ট্রী প্রেরণ করব, অতএব তাদের প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং সবর কর (২৮) এবং তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানির পালা নির্ধারিত হয়েছে এবং পালাক্রমে উপস্থিত হতে হবে। (২৯) অতঃপর তারা তাদের সংগীকে ডাকল। সে তাকে ধরল এবং বধ করল। (৩০) অতঃপর কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী! (৩১) আমি তাদের প্রতি একটিমাত্র নিনাদ প্রেরণ করে-ছিলাম। এতেই তারা হয়ে গেল শুষ্ক শাখাপল্লব নির্মিত দলিত খোঁয়াড়ের ন্যায়। (৩২) আমি কোরআনকে বোঝার জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? (৩৩) লূত-সম্প্রদায় সতর্ককারীদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। (৩৪) আমি তাদের প্রতি প্রেরণ করেছিলাম প্রস্তর বর্ষণকারী প্রচণ্ড ঘূর্ণিবায়ু; কিন্তু লূত-পরিবারের উপর নয়। আমি তাদেরকে রাতের শেষ প্রহরে উদ্ধার করেছিলাম। (৩৫) আমার পক্ষ থেকে অনু-গ্রহস্বরূপ। যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে, আমি তাদেরকে এভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। (৩৬) লূত তাদেরকে আমার প্রচণ্ড পাকড়াও সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। অতঃপর তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করেছিল। (৩৭) তারা লূত (আ)-এর কাছে তার মেহ-মানদেরকে দাবী করেছিল। তখন আমি তাদের চক্ষু লোপ করে দিলাম অতএব আস্বাদন কর আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (৩৮) তাদেরকে প্রত্যুষে নির্ধারিত শাস্তি আঘাত হেনে-ছিল। (৩৯) অতএব আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী আস্বাদন কর। (৪০) আমি কোরআন-কে বুঝবার জন্য সহজ করে দিয়েছি, অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? (৪১) ফির-আউন সম্প্রদায়ের কাছেও সতর্ককারিগণ আগমন করেছিল। (৪২) তারা আমার সকল

নিদর্শনের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। অতঃপর আমি পরাভূতকারী, পরাক্রমশালীর ন্যায় তাদেরকে পাকড়াও করলাম।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

আদ সম্প্রদায়ও (তাদের পয়গম্বরের প্রতি) মিথ্যারোপ করেছিল। অতঃপর কেমন কঠোর হয়েছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। (তাদের কাহিনী এই যে) আমি তাদের উপর প্রেরণ করেছিলাম প্রচণ্ড বাতাস, এক অবিরাম অশুভ দিনে। (অর্থাৎ সেই সময়টি তাদের জন্য চিরতরে অশুভ হয়ে রয়েছে। সেদিন যে শাস্তি এসেছিল, সেটা কবরের আযাবের সাথে সংলগ্ন হয়ে গেছে। এরপর পরকালের আযাব এবং তার সাথে মিলিত হবে, যা কোন সময় খতম হবে না)। সেই বায়ু এভাবে মানুষকে (তাদের জায়গা থেকে) উৎখাত করছিল, যেন তারা উৎপাটিত খর্জুর বৃক্ষের কাণ্ড। (এতে তাদের দীর্ঘাকৃতি হওয়ার দিকেও ইঙ্গিত আছে)। অতএব (দেখ) কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী। আমি কোরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন চিন্তাশীল আছে কি? সামূদ সম্প্রদায়ও পয়গম্বরগণের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। (কেননা, এক পয়গম্বরের প্রতি মিথ্যারোপ করা সকল পয়গম্বরের প্রতি মিথ্যারোপ করারই নামান্তর)। তারা বলেছিলঃ আমরা কি আমাদেরই একাকী একজনের অনুসরণ করব? (অর্থাৎ ফেরেশতা হলে আমরা ধর্মের ব্যাপারে তার অনুসরণ করতাম অথবা সাঙ্গপাঙ্গ বিশিষ্ট হলে পার্থিব ব্যাপারে তার অনুসরণ করতাম। সে তো একাকী মানব। এমতাবস্থায় যদি আমরা অনুসরণ করি) তবে তো আমরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্তরূপে গণ্য হব। আমাদের মধ্য থেকে (মনোনীত হয়ে) তার প্রতিই কি ওহী নাযিল হয়েছে? (কখনই এরূপ নয়) বরং সে একজন মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। [নেতা হওয়ার জন্য দম্ভভরে সে এমন কথাবার্তা বলে। আল্লাহ্ তা'আলা হযরত সালেহ্ (আ)-কে বললেনঃ তুমি তাদের অর্থহীন কথাবার্তায় দুঃখ করো না] সত্বরই (অর্থাৎ মৃত্যুর সাথে সাথেই) তারা জানতে পারবে কে মিথ্যাবাদী, দাম্ভিক। (অর্থাৎ নবুয়ত অস্বীকার করার কারণে তারাই মিথ্যাবাদী এবং দম্ভের কারণে তারাই নবীর অনুসরণ করতে লজ্জাবোধ করে। তারা উষ্ট্রীর মো'জেযা চাইত। তাদের আবেদন অনুযায়ী প্রস্তরের ভিতর থেকে) তাদের পরীক্ষার জন্য আমি এক উষ্ট্রী বের করব। অতএব তাদের (কর্মকাণ্ডের) প্রতি লক্ষ্য রাখ এবং সবর কর। (উষ্ট্রী আবির্ভূত হলে) তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে (কূপের) পানির পালা নির্ধারিত হয়েছে। (অর্থাৎ তোমাদের চতুষ্পদ জন্তু ও উষ্ট্রীর পালা নির্ধারিত হয়ে গেছে)। প্রত্যেককে পালা-ক্রমে উপস্থিত হতে হবে। [সেমতে উষ্ট্রী আবির্ভূত হল এবং সালেহ্ (আ) একথা জানিয়ে দিলেন]। অতঃপর (পালা দেখে তারা অতিষ্ঠ হয়ে গেল এবং) তারা (উষ্ট্রীকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে) তাদের সংগী (কুদার)-কে ডাকল। সে তাকে ধরল এবং বধ করল। অতঃপর (দেখ) কেমন কঠোর ছিল আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী (শাস্তি এই যে) আমি তাদের প্রতি একটি মাত্র নিনাদ (ফেরেশতার) প্রেরণ করেছিলাম। এতেই তারা হয়ে গেল শুষ্ক শাখাপল্লব নির্মিত দলিত বেড়ার ন্যায়। (অর্থাৎ ক্ষেত অথবা জন্তু-জানোয়ারের

হিফাযতের জন্য শুষ্ক তৃণ ইত্যাদি দ্বারা বেড়া অথবা খোঁয়াড় বানানো হয়। কিছুদিন পর এগুলো দলিত ও চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যায়। তারাও এমনিভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। আরবরা এই বেড়া ও খোঁয়াড়ের সাথে দিবারাত্র পরিচিত ছিল। তাই তারা এর অর্থ খুব বুঝত)। আমি কোরআনকে উপদেশের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? লূত সম্প্রদায়ও পয়গম্বরদের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। আমি তাদের উপর প্রস্তরবৃষ্টি বর্ষণ করেছি। কিন্তু লূত পরিবারের উপর নয়। আমি তাদেরকে রাতের শেষ প্রহরে (বস্তির বাইরে নিয়ে যেয়ে) উদ্ধার করেছিলাম। আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ-স্বরূপ। যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে (অর্থাৎ ঈমান আনে), আমি তাদেরকে এইভাবেই পুরস্কৃত করে থাকি। [অর্থাৎ ক্রোধাগ্নি থেকে রক্ষা করি। লূত (আ) আযাব আসার পূর্বে] তাদের আমার প্রচণ্ড আযাব সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। অতঃপর তারা সতর্কবাণী সম্পর্কে বাকবিতণ্ডা করেছিল। (অর্থাৎ বিশ্বাস করল না। যখন লূতের কাছে আমার ফেরেশতা মেহমানের বেশে আগমন করল এবং তারা সুন্দর বালকদের আগমন জানতে পারল, তখন সেখানে এসে). তারা লূতের কাছে তার মেহমানদেরকে কুমতলবে দাবী করল। [ফলে লূত (আ) প্রথমে বিব্রত হলেন। কিন্তু তারা ছিল ফেরেশতা। কাজেই ফেরেশতাদেরকে আদেশ দিয়ে] আমি তাদের চক্ষু লোপ করে দিলাম। [অর্থাৎ জিবরাঈল (আ) তাঁর পাখা তাদের চোখের উপর রেখে দিলেন। ফলে তারা অন্ধ হয়ে গেল। তাদেরকে বলা হল ঃ] অতএব, আমার শাস্তি ও সতর্কবাণীর মজা আস্বাদন কর। (অন্ধ করার পর) প্রত্যূষে তাদেরকে স্থায়ী আযাব আঘাত হেনেছিল। (বলা হল ঃ) অতএব, আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী আস্বাদন কর। (এই বাক্য প্রথমে অন্ধ হওয়ার আযাবের পর বলা হয়েছিল। এখানে ধ্বংস করার পর বলা হয়েছে। কাজেই পুনরাবৃত্তি নেই)। আমি কোরআনকে উপদেশের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব, কোন উপদেশ গ্রহণকারী আছে কি? ফিরাউন সম্প্রদায়ের কাছেও অনেক সতর্কবাণী পৌঁছেছিল। [অর্থাৎ মূসা (আ)-র বাণী ও মো'জেযা]। কিন্তু তারা আমার সকল নিদর্শনের (অর্থাৎ নয়টি প্রসিদ্ধ নিদর্শনের) প্রতি মিথ্যারোপ করেছে। (অর্থাৎ সেগুলোর অন্তর্নিহিত অর্থ তওহীদ ও নবুয়তের প্রতি মিথ্যারোপ করেছিল। নতুবা ঘটনাবলীকে মিথ্যা বলা সম্ভবপর নয়)। অতঃপর আমি প্রবল পরাক্রান্তের ন্যায় তাদেরকে পাকড়াও করলাম। (অর্থাৎ আমার পাকড়াওকে কেউ প্রতিহত করতে পারল না। সুতরাং প্রবল পরাক্রান্ত স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা)।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কতক শব্দার্থের ব্যাখ্যা ঃ سعر শব্দটি দুই জায়গায় ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথমে সামূদ গোত্রের আলোচনায় তাদেরই উক্তিতে। এখানে এর অর্থ পাগলামি। দ্বিতীয় فى ضلال وسعر বাক্যাংশে। এখানে سعر এর অর্থ জাহান্নামের অগ্নি। অভিধানে এই শব্দটি উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়।

مراودة — راودوه عن ضيفه শব্দের অর্থ কামপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করার

জন্য কাউকে ফুসলানো। কওমে লূত বালকদের সাথে অপকর্মে অভ্যস্ত ছিল। আল্লাহ্ তা'আলা তাদের পরীক্ষার জন্যই কয়েকজন ফেরেশতাকে সুশ্রী বালকের বেশে প্রেরণ করেন। দুর্বৃত্তরা তাদের সাথে অপকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য লূত (আ)-এর গৃহে উপস্থিত হয়। লূত (আ) দরজা বন্ধ করে দেন। কিন্তু তারা দরজা ভেঙ্গে অথবা প্রাচীর টপকিয়ে ভিতরে আসতে থাকে। লূত (আ) বিব্রত বোধ করলে ফেরেশতাগণ তাদের পরিচয় প্রকাশ করে বললেন ঃ আপনি চিন্তিত হবেন না। এরা আমাদের কিছুই করতে পারবে না। আমরা তাদেরকে শাস্তি দেওয়ার জন্যই আগমন করেছি।

সূরা ক্বামার কিয়ামত নিকটবর্তী হওয়ার আলোচনা দ্বারা শুরু করা হয়েছে, যাতে দুনিয়ার লোভ-লালসায় পতিত এবং পরকাল-বিমুখ কাফিরদের চৈতন্য ফিরে আসে। প্রথমে কিয়ামতের আযাব বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর তাদের পার্থিব মন্দ পরিণাম ব্যক্ত করার জন্য পাঁচটি বিশ্ববিশ্রুত সম্প্রদায়ের অবস্থা, পয়গম্বরগণের বিরোধিতার কারণে তাদের অশুভ পরিণতি ও ইহকালেও নানা আযাবে পতিত হওয়ার কথা বিধৃত হয়েছে।

সর্বপ্রথম নূহ (আ)-র সম্প্রদায়ের অবস্থা আলোচনা করা হয়েছে। কারণ, তারাই বিশ্বের সর্বপ্রথম জাতি, যাদেরকে আল্লাহ্র আযাব ধ্বংস করে দেয়। এই কাহিনী পূর্বে বর্ণিত হয়েছে। আলোচ্য আয়াতসমূহে 'আদ, সামূদ, কওমে-লূত ও কওমে ফিরাউন এই চার সম্প্রদায়ের আলোচনা রয়েছে। তাদের ঘটনাবলী কোরআন পাকের কয়েক জায়গায় বর্ণিত হয়েছে। এখানে সংক্ষেপে উল্লেখ করা হয়েছে।

এই পাঁচটি জাতি ছিল বিশ্বের শক্তিশালী ও প্রবল পরাক্রান্ত জনগোষ্ঠী। কোন শক্তির কাছে তারা মাথা নত করত না। আলোচ্য আয়াতসমূহে তাদের উপর আল্লাহ্র আযাব আগমনের চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। প্রত্যেক জাতির বর্ণনা শেষে কোরআন পাক এই বাক্যের পুনরাবৃত্তি করেছে ঃ

فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِىْ وَنُذُرِ — অর্থাৎ এত শক্তিশালী ও জনবহুল জাতির উপর যখন আল্লাহ্র আযাব নেমে এল, তখন দেখ, তারা কিভাবে মশা-মাছির ন্যায় নিপাত হয়ে গেল! এতদসঙ্গে মু'মিন ও কাফিরদের উপদেশের জন্য এই বাক্যটিও বারবার উল্লেখ করা হয়েছে ঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ — অর্থাৎ আল্লাহ্র এই মহা শাস্তির কবল থেকে আত্মরক্ষার একমাত্র পথ হচ্ছে কোরআন। উপদেশ ও শিক্ষা গ্রহণের সীমা পর্যন্ত আমি কোরআনকে সহজ করে দিয়েছি। কাজেই সেই ব্যক্তি চরম হতভাগা ও বঞ্চিত, যে কোরআন দ্বারা উপকৃত হয় না। পরে উল্লিখিত আয়াতসমূহে রসূলুল্লাহ্ (সা)-র আমলে বিদ্যমান লোকদেরকে বলা হয়েছে যে, তোমাদের যুগের কাফিররা ধন-সম্পদ, জনসংখ্যা এবং শক্তি ও সাহসে 'আদ, সামূদ ও ফিরাউন সম্প্রদায়ের চাইতে বেশী নয়। এমতাবস্থায় তারা কিরূপে নিশ্চিন্তে বসে রয়েছে।

أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَٰٓئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَآءَةٌ فِي الزُّبُرِ ﴿٤٣﴾ أَمْ يَقُولُونَ
نَحْنُ جَمِيعٌ مُّنْتَصِرٌ ﴿٤٤﴾ سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ ﴿٤٥﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ
وَالسَّاعَةُ أَدْهَىٰ وَأَمَرُّ ﴿٤٦﴾ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَٰلٍ وَّسُعُرٍ ﴿٤٧﴾ يَوْمَ
يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَىٰ وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ ﴿٤٨﴾ إِنَّا كُلَّ
شَيْءٍ خَلَقْنَٰهُ بِقَدَرٍ ﴿٤٩﴾ وَمَآ أَمْرُنَآ إِلَّا وَٰحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ ﴿٥٠﴾ وَلَقَدْ
أَهْلَكْنَآ أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ ﴿٥١﴾ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ ﴿٥٢﴾
وَكُلُّ صَغِيرٍ وَّكَبِيرٍ مُّسْتَطَرٌ ﴿٥٣﴾ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّٰتٍ وَّنَهَرٍ ﴿٥٤﴾ فِي
مَقْعَدِ صِدْقٍ عِندَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ ﴿٥٥﴾

(৪৩) তোমাদের মধ্যকার কাফিররা কি তাদের চাইতে শ্রেষ্ঠ? না তোমাদের মুক্তির সনদপত্র রয়েছে কিতাবসমূহে? (৪৪) না তারা বলে যে, আমরা এক অপরাজেয় দল? (৪৫) এ দল তো সত্বরই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে। (৪৬) বরং কিয়ামত তাদের প্রতিশ্রুত সময় এবং কিয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর। (৪৭) নিশ্চয় অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত। (৪৮) যেদিন তাদেরকে মুখ হেঁচড়িয়ে টেনে নেওয়া হবে জাহান্নামে, বলা হবে ঃ অগ্নির খাদ্য আস্বাদন কর। (৪৯) আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি। (৫০) আমার কাজ তো এক মুহূর্তে চোখের পলকের মত। (৫১) আমি তোমাদের সমমনা লোকদেরকে ধ্বংস করেছি, অতএব কোন চিন্তাশীল আছে কি? (৫২) তারা যা কিছু করেছে, সবই আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে (৫৩) ছোট ও বড় সবই লিপিবদ্ধ। (৫৪) আল্লাহ্‌ভীরুরা থাকবে জান্নাতে ও নির্ঝরিণীতে; (৫৫) যোগ্য আসনে, সর্বাধিপতি সম্রাটের সান্নিধ্যে।

তফসীরের সার-সংক্ষেপ

(কাফিরদের কাহিনী ও কুফরের কারণে তাদের শাস্তির ঘটনাবলী তোমরা শুনলে। এখন তোমরাও যখন কুফরের অপরাধে অপরাধী, তখন তোমাদের শাস্তির কবল থেকে বেঁচে যাওয়ার কোন কারণ নেই)। তোমাদের মধ্যকার কাফিররা কি তাদের (অর্থাৎ উল্লিখিত কাফিরদের) চাইতে শ্রেষ্ঠ? (যে কারণে তোমরা অপরাধ করা সত্ত্বেও শাস্তিপ্রাপ্ত হবে না?) না তোমাদের জন্য (ঐশী) কিতাবসমূহে মুক্তির সনদপত্র রয়েছে? না তারা

বলে যে, আমরা এক অপরাজেয় দল? (তাদের পরাজিত হওয়ার তো সুস্পষ্ট প্রমাণাদি বিদ্যমান রয়েছে এবং তারা নিজেরাও এতে বিশ্বাস করে। এরপরও একথা বলার অর্থ এই যে, তাদের মধ্যে শাস্তি প্রতিরোধকারী কোন শক্তি আছে। শাস্তি থেকে বেঁচে যাওয়ার উল্লিখিত তিনটি উপায়ের মধ্য থেকে কোন্‌টি তোমাদের অর্জিত আছে? প্রথমোক্ত দুটি উপায় তো সুস্পষ্টরূপেই বাতিল। অভ্যন্ত কারণাদির দিক দিয়ে তৃতীয় উপায়টি সম্ভবপর হলেও তা ঘটবে না, বরং বিপরীতটা ঘটবে। এভাবে ঘটবে যে,) এ দল শীঘ্রই পরাজিত হবে এবং পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করবে। (এই ভবিষ্যদ্বাণী বদর, খন্দক ইত্যাদি যুদ্ধে বাস্তব রূপ লাভ করেছে। এই পার্থিব শাস্তিই শেষ নয়)। বরং (বড় শাস্তির জন্য) কিয়ামত তাদের (আসল) প্রতিশ্রুত সময়। (কিয়ামতকে সামান্য মনে করো না বরং) কিয়ামত ঘোরতর বিপদ ও তিক্ততর। (এটা অবশ্যই সংঘটিত হবে। একে অস্বীকার করার ব্যাপারে) এই অপরাধীরা পথভ্রষ্ট ও বিকারগ্রস্ত। (তাদের এই ভুল সেদিন ধরা পড়বে,) যেদিন তাদেরকে মুখ হেঁচড়িয়ে জাহান্নামের দিকে টেনে নেওয়া হবে। (বলা হবে ঃ) জাহান্নামের (অগ্নির) মজা আস্বাদন কর। (যদি তারা এ কারণে সন্দেহ করে যে, কিয়ামত এই মুহূর্তে কেন সংঘটিত হয় না, তবে এর কারণ এই যে,) আমি প্রত্যেক বস্তুকে পরিমিতরূপে সৃষ্টি করেছি। (সেই পরিমাণ আমার জানা আছে। অর্থাৎ প্রত্যেক বস্তুর সময়কাল ইত্যাদি আমার জ্ঞানে নির্দিষ্ট ও নির্ধারিত আছে। এমনিভাবে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ারও একটি সময় নির্দিষ্ট আছে। সেই সময় না আসার কারণেই কিয়ামত সংঘটিত হচ্ছে না। এর ফলে কিয়ামত সংঘটিতই হবে না বলে প্রতারিত হওয়া উচিত নয়। সময় এলে সে সম্পর্কে) আমার কাজ মুহূর্তের মধ্যে চোখের পলকে হয়ে যাবে। (তোমরা যদি মনে কর যে, তোমাদের চালচলন আল্লাহ্‌র কাছে অপছন্দনীয় ও গর্হিত নয়। ফলে কিয়ামত হলেও তোমাদের কোন চিন্তা নেই, তবে শুনে রাখ) আমি তোমাদের সমমনা লোকদেরকে (আযাব দ্বারা) ধ্বংস করেছি। (এটাই তোমাদের চালচলন গর্হিত হওয়ার সুস্পষ্ট দলীল)। অতএব (এই দলীল থেকে) উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি? (তাদের ক্রিয়াকর্ম আল্লাহ্‌র জ্ঞানের আওতা-বহির্ভূতও নয়, যদ্দরুন তাদের ক্রিয়াকর্ম গর্হিত হওয়া সত্ত্বেও আযাব থেকে বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকতে পারত। বরং) তারা যা কিছু করে, সবই (আল্লাহ্ তা'আলা জানেন এবং) আমলনামায় লিপিবদ্ধ আছে (এরূপ নয় যে, কিছু লেখা হয়েছে এবং কিছু বাদ পড়েছে, বরং) প্রত্যেক ছোট ও বড় সবই (তাতে) লিপিবদ্ধ। (সুতরাং আযাব যে হবে, এতে কোন সন্দেহ নেই। পক্ষান্তরে) যারা আল্লাহ্‌ভীরু পরহিযগার, তারা থাকবে (জান্নাতের) উদ্যানসমূহে ও নির্ঝরিণীতে, চমৎকার স্থানে, সর্বাধিপতি সম্রাট আল্লাহ্‌র সান্নিধ্যে অর্থাৎ জান্নাতের সাথে আল্লাহ্‌র নৈকট্যও অর্জিত হবে।

আনুষঙ্গিক জ্ঞাতব্য বিষয়

কয়েকটি শব্দার্থের ব্যাখ্যা ঃ زبر শব্দটি زبور এর বহুবচন। অভিধানে প্রত্যেক লিখিত কিতাবকে زبور বলা হয়। হযরত দাউদ (আ)-এর প্রতি অবতীর্ণ বিশেষ কিতাবের নামও যবুর। ادهى—এর অর্থ অত্যধিক ভয়াবহ এবং امر শব্দের

অর্থ তিক্ততর। এটা مر থেকে উদ্ভূত। কঠোর ও কষ্টকর বিষয়কেও امر ও مر বলা হয়। سعر শব্দের অর্থ এখানে জাহান্নামের অগ্নি। اشياع শব্দটি شيعة এর বহুবচন। এর অর্থ অনুসারী; অর্থাৎ যাঁরা তাদের অনুসারী ও সমমনা। مقعد এর অর্থ মজলিস, বসার জায়গা এবং صدق এর অর্থ সত্য। উদ্দেশ্য এই যে, এই মজলিস মহতী হবে। এতে কোন অসার ও বাজে কথাবার্তা হবে না।

إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ — قدر শব্দের আভিধানিক অর্থ পরিমাপ করা, কোন বস্তু উপযোগিতা অনুসারে পরিমিতরূপে তৈরী করা। আয়াতে এ অর্থও উদ্দেশ্য হতে পারে অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'আলা বিশ্ব জাহানের সকল শ্রেণীর বস্তু বিজ্ঞসুলভ পরিমাপ সহকারে ছোটবড় ও বিভিন্ন আকার-আকৃতিতে তৈরী করেছেন। অঙ্গুলিসমূহ একই রূপ তৈরী করেন নি—দৈর্ঘ্যে পার্থক্য রেখেছেন। হাত পায়ে দৈর্ঘ্য প্রস্থ রেখেছেন, খোলা, বন্ধ হওয়া এবং সংকোচন ও সম্প্রসারণের জন্য স্প্রিং সংযোজিত করেছেন। এক এক অঙ্গের প্রতি লক্ষ্য করলে আল্লাহ্‌র কুদরত ও হিকমতের বিস্ময়কর দ্বার উন্মোচিত হতে দেখা যাবে।

শরীয়তের পরিভাষায় 'কদর' শব্দটি আল্লাহ্‌র তকদীর তথা বিধিলিপির অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অধিকাংশ তফসীরবিদ কোন কোন হাদীসের ভিত্তিতে আলোচ্য আয়াতে এই অর্থই নিয়েছেন।

মসনদে আহমদ, মুসলিম ও তিরমিযীর রেওয়ায়েতে হযরত আবূ হুরায়রা (রা) বর্ণনা করেন, কোরাইশ কাফিররা একবার রসূলুল্লাহ্ (সা)-র সাথে তকদীর সম্পর্কে বিতর্ক শুরু করলে আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। এই অর্থের দিক দিয়ে আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, আমি বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তু তকদীর অনুযায়ী সৃষ্টি করেছি। অর্থাৎ আদি-কালে সৃজিত বস্তু, তার পরিমাণ, সময়কাল, হ্রাস-বৃদ্ধির পরিমাপ বিশ্ব অস্তিত্ব লাভের পূর্বেই লিখে দেওয়া হয়েছিল। এখন বিশ্বে যা কিছু সৃষ্টিলাভ করে, তা এই আদিকালীন তকদীর অনুযায়ীই সৃষ্টিলাভ করে।

তকদীর ইসলামের একটি অকাট্য ধর্মবিশ্বাস। যে একে সরাসরি অস্বীকার করে, সে কাফির। আর যারা দ্ব্যর্থতার আশ্রয় নিয়ে অস্বীকার করে, তারা ফাসিক। আহ্‌মদ, আবূ দাউদ ও তিবরানী বর্ণিত হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর (রা) রেওয়ায়েতে রসূলুল্লাহ্ (সা) বলেনঃ প্রত্যেক উম্মতে কিছু লোক মজুসী (অগ্নিপূজারী কাফির) থাকে। আমার উম্মতের মজুসী তারা, যারা তকদীর মানে না। এরা অসুস্থ হলে এদের খবর নিও না এবং মরে গেলে কাফন-দাফনে অংশগ্রহণ করো না—(রূহুল-মা'আনী)॥